সংবাদ

তারিখ ... 2 JUN ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সঙ্কট

আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো বর্তমানে নানা সমস্যা ও সঙ্কটে জর্জরিত। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তো বটেই, এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও সঙ্কটমুক্ত নয়। তবে অন্যসব সঙ্কট ছাপিয়ে বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা এতটাই কম যে, নিয়মিত ক্লাস নেয়াই অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়েছে। শিক্ষক সঙ্কটের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠিকমতো লেখাপড়া হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলে এর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগামী বছর দেশে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক সঙ্কট আরও চরমে পৌঁছবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে ৩শ' ১৭টি সরকারি স্কুল ও ২শ' ১১টি সরকারি কলেজ রয়েছে। সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বর্তমানে প্রায় ৪ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ বন্ধ থাকায় এসব পদ শূন্য হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, চলতি বছর আরও এক হাজার শিক্ষক অবসরে যাবেন। তখন শূন্য পদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ হাজার। দেশের সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষকের মোট পদ রয়েছে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার। এর মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছেন ৮ হাজার ৪শ' শিক্ষক। আগামী বছর অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকের সংখ্যা কমে দাঁড়াবে সাড়ে ৭ হাজার। অর্থাৎ মোট পদের প্রায় অর্ধেকই শূন্য হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে নতুন নিয়োগ না হলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা-কার্যক্রম মারাত্মক সঙ্কটের মধ্যে পড়বে।

এক সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যমতে, সরকারি শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষক সঙ্কটের বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেছেন। শিক্ষা অধিদপ্তর থেকেও মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে জরুরিভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘদিন বিসিএস পরীক্ষা বন্ধ থাকায় এ নিয়োগ হয়নি। বিষয়টি নাকি শিক্ষামন্ত্রী নিজে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অবহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অস্থায়ীভিত্তিতে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সরকারি প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ীভিত্তিতে নিয়োগ অনুমোদন না করায় ওই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

গত ২২তম বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষা ক্যাডারে মাত্র ২শ' ৭৯ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ২৩তম বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষা ক্যাডারে ১ হাজার ৩শ' জনকে নির্বাচিত করা হয়। শূন্যপদের তুলনায় এ নিয়োগ খুবই কম। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পিএসসিকে শিক্ষক সঙ্কট দূর করতে শিক্ষা ক্যাডারের জন্য একটি স্পেশাল বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পিএসসি এ প্রস্তাব অনুমোদন না করে নিয়মিত বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। পিএসসি'র নানাবিধ দুর্বলতার ফলে এ প্রক্রিয়াও কবে নাগাদ শুরু হবে আর কবে শেষ হবে– সে বিষয়ে কোন কিছুই অবশ্য বলা হচ্ছে না।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগসহ যাবতীয় সঙ্কট নিরসনের দায়িত্ব সরকারের ওপরই বর্তায়। এ ব্যাপারে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। পিএসসির মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করা দরকার। জরুরিভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা না হলে দেশের সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়তে পারে।